সবাই কি ঘুমিয়ে আছে?

ফেব্রুয়ারীর শেষের সপ্তাহে একুশে একাডেমীর একুশের অনুষ্ঠানের উপর একটি প্রামান্যচিত্র তৈরী করেছিলাম। এই প্রামান্যচিত্রটি প্রিয় ক্যানব্রা ডট কম এর কল্যানে সিডনী সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অনেক বাঙ্গালী দেখার সুযোগ পেয়েছে। বাংলাদেশে টিভি চ্যানেলের দর্শকদের কথা না হয় বাদই দিলাম। যতদূর মনে পড়ে প্রিয় ক্যানব্রা ডট কম এর কাউন্টার অনুযায়ী প্রায় এগারশ মানুষ ছবিটি দেখেছে। গত পাঁচ মাসে এই প্রামান্যচিত্র নিয়ে সাধারন মানুষের যে আগ্রহ দেখেছি তা আমার দীর্ঘদিন মনে থাকবে। যারা চিঠি লিখেছেন, ফোন করেছেন- আমি তাদের প্রেক্ষাপটটি বুঝতে চেষ্ঠা করেছি। খুব সাধারন এই প্রামান্যচিত্রটি তাদের কেন ভালো লাগলো? আমার শুভাকাঙ্ক্ষীরা হয়তো বলবে-'ছবিটি ভালো বানিয়েছেন- তাই সবার ভালো লেগেছে।' আমার মনে হয় এই ছোট্ট কাজটি ভালো লাগার প্রথম কারন 'একুশে'র প্রতি আমাদের ভালোবাসা এবং এই 'কোলাহলে' ভরা প্রবাসে আমরা সবাই পজেটিভ কিছু দেখতে চাই। যে কারনে খুব সামান্য, খুব সাধারন ভালো কিছু হলেই- এর প্রশংসা করার ক্ষেত্রে মানুষ একটুও কৃপনতা করে না। এর প্রমান এই প্রবাসে প্রচুর রয়েছে। কিন্তু এর বিপরীত ধারাও অছে। আর এসব আছে বলেই জীবনকে সুন্দর ভাবে দেখার আর আবিষ্কার করার খেলায় কখনও ক্লান্ত হই না। এই ছোট্ট ভূমিকাটি দেয়ার প্রয়োজন হলো একটি কারনে- সম্প্রতি একুশে একাডেমীর একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি নিয়ে বেশ আলোচনা হয়েছে। একবার ভেবেছি বিষয়টি এড়িয়ে যাব। কিন্তু সম্ভব হলোনা।

যেহেতু একুশে একাডেমীর পক্ষ থেকে এটা প্রকাশ করা হয়েছে- অতএব বিশ্বাস করা যায় যে এই প্রেস বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তুর সাথে একুশে একাডেমী সম্পূর্ন একমত। আমরা জানি সংগঠনের সভাপতি -সংগঠনের মুখপত্র । তাই বুঝে নেয়া যায় যে, একুশে একাডেমীর সভাপতি -একুশে একাডেমীর কার্যকরী পরিষদ এবং সকল সদস্য/সদস্যাদের পক্ষ থেকে এই প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করেছেন। কারন একটি নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংগঠনের সবাই ঐ পদটির উপর এই আস্থা এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছেন যে এই পদটি যে অলংকৃত করবেন তিনি নিজের ব্যক্তিগত মতামত, চিন্তাকে প্রাধান্য না দিয়ে সংগঠনের আদর্শ, বিশ্বাসকে গুরুত্ত দেবেন। এই সমীকরনটি গনতান্ত্রিক যে কোন সংগঠনেরই মূল ভিত্তি। আর একুশে একাডেমী যেহেতু আঁতুর ঘর পাড় হয়ে এখন মাথা উঁচিয়ে হাটা শুরু করেছে- অতএব, এই সংগঠনটির প্রতিটি কার্যক্রম শুদ্ধধারাকে সমুন্নত করবে এটাই প্রত্যাশা।

একুশে একাডেমী হঠাৎ করে এই প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করলো কেন? একুশে একাডেমীর সভাপতি স্বাক্ষরিত এই প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি নিশ্চয় এমন কোন সত্য আবিষ্কার করেছে- যা এই সংগঠনের কার্যকরী পরিষদকে এমন ভাবে সত্য আবিষ্কারের আনন্দে উদ্বেলিত করেছে যে তারা প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তা সবাইকে জানাতে চেয়েছে ! এই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ব্যবহৃত ভাষা, শব্দ চয়ন, আক্রমানত্মক বাক্য গঠন আমাকে আহত এবং লজ্জিত করেছে।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে একটি বিষয়ে বলা হয়েছে - '.....একাডেমীর সাথে কোন প্রকার আলোচনা বা তথ্য যাচাই অথবা যোগাযোগ ছাড়াই সম্পূর্ন শিষ্টাচার বিবর্জিতভাবে একটি মহল যেমন একুশে একাডেমীর সাফল্যের সূত্র ধরে প্রামান্যচিত্রের নামে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ' -এর গৌরবময় বিষয়গুলোকে সুকৌশলে আড়াল করেই পারিবারিক প্রচারের ঘৃন্যপথ বেছে নিয়েছে.....'

আমার জানা মতে আলাপন প্রযোজিত 'একুশ আমার অহংকার' শীর্ষক প্রামান্যচিত্রটি সিডনীতে একুশ উদযাপন উপলক্ষে একমাত্র প্রমান্যচিত্র যেখানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা স্মৃতিসৌধ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখানো হয়েছে। যেহেতু এই প্রামান্যচিত্রটি ছাড়া সিডনীতে আর কোন প্রামান্যচিত্র তৈরী করা হয়নি- এতএব এটা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে প্রেস বিজ্ঞপ্তিটিতে এই প্রামান্যচিত্রের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে -ঘুরিয়ে, পেঁচিয়ে এতকিছু বলা হোল- অথচ এই প্রামান্যচিত্রের নির্দেশক, রচয়িতা হিসাবে আমার নামটি উল্লেখ করা হোলনা কেন?

প্রেস বিজ্ঞপ্তি অভিযোগ করা হয়েছে- যে তাদের সাথে আলোচনা না করে এই প্রামান্যচিত্র তৈরী করা হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারীর উপর কোন প্রামান্যচিত্র, সংবাদ পরিবেশন বা স্মৃতিসৌধের কোন ছবি তোলার আগে একুশে একাডেমীর অনুমতি কেন নিতে হবে? একাডেমীর অনুমতি না নেয়ার অভিযোগটি কি সকল সংবাদ মাধ্যমের বিরুদ্ধে করা হয়েছে- যারা ওয়েব সাইট বা সংবাদ পত্রে ঐ অনুষ্ঠানের খবর পরিবেশন করেছেন? একুশে একাডেমী এই স্মৃতিসৌধটি তৈরীর প্রক্রিয়াটিকে সঞ্চালন করেছেন যেখানে এ্যাশফিল্ড কাউন্সিল, বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশী কমিউনিটির অনেকে সরাসরি সহযোগিতা করেছেন। তারা কি এই স্মৃতিসৌধের মালিকানা দাবী করছেন আর সেই কারনেই কি এই অনুমতি নেয়ার এই অদ্ভুত প্রশ্নটি প্রামান্যচিত্রটির উপর ছুড়ে দিয়েছে? এই অনুষ্ঠানটি কাউন্সিলের উন্মুক্ত চত্তরে বাংলাদেশের একটি জাতীয় দিবসের অংশ হিসাবে উদযাপন করা হয়েছে। যেখানে বাংলাদেশী সকল মানুষ সহ অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষের জন্য ছিল উন্মুক্ত আমন্ত্রন।

আলাপন প্রযোজিত এই প্রামান্যচিত্রটি একুশে একাডেমীর সাফল্য গীতি বর্ণনার প্রামান্যচিত্র নয়। বরং প্রবাসে একুশে উদযাপন এবং সিডনীতে যে বই মেলা দিয়ে একুশের যাত্রা শুরু হয়েছিল- যার সাফল্য ধরে আজকের স্মৃতিস্তম্ভের উদ্বোধন -তার কথা বলা হয়েছে। সেই সাথে - প্রবাসে বেড়ে উঠা প্রজন্মের একুশের চিন্তাকে এই প্রামান্যচিত্রে গুরুত্ত দেয়া হয়েছে। প্রামান্যচিত্রে কি অন্তর্ভুক্ত হবে, কার সাক্ষাৎকার নেয়া হবে- তা সম্পূর্ন নির্দেশক

এর স্বাধীনতা। এখানে একুশে একাডেমীর হস্তক্ষেপ- 'সেন্সরশীপের' কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, '.....তথ্য যাচাই না করে এবং স্মৃতিসৌধ-এর গৌরবময় বিষয়গুলোকে সুকৌশলে আড়াল করেই ....' এই প্রামান্যচিত্রটি বানানো হয়েছে। এর অর্থ হতে পারে এই এগারশ' দর্শককে আমি ভুল তথ্য দিয়েছি। সকল দর্শকদের পক্ষ থেকে তাহলে এই দাবী করা যায় যে - যে যে তথ্য আড়াল করা হয়েছে এবং যে ভুল তথ্যগুলো দেয়া হয়েছে তার একটি তালিকা একুশে একাডেমী তৈরী করে সর্ব সাধারনের জন্য প্রচার করবেন। সেই সাথে কিভাবে '...সম্পূর্ন শিষ্টাচার বিবর্জিতভাবে....' এই প্রামান্যচিত্রটি বানানো হয়েছে তার একটি ব্যাখ্যা দেবেন। এই শব্দচয়ন আপত্তিকর।

একুশ আমাদের গর্ব। একুশ শব্দটি যেখানে থাকে -বাঙ্গালী সেখানে এক বিশাল আবেগ আর ভালোবাসার পাহাড় গড়ে তোলে। সিডনীর একুশে একাডেমী এই সত্যকে ধারন করে কিনা আমার সন্দেহ আছে। নতুবা এই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এমন হীনমন্যতার পরিচয় দিল কি করে? একুশে একাডেমী অভিযোগ করেছে- এই প্রামান্যচিত্রটি '..পারিবারিক প্রচারের ঘৃন্য পথ বেছে নিয়েছে..'। আমি নিশ্চিত বুঝি এখানে ইংগিত করা হয়েছে আমাকে এবং মৌসুমীকে। মৌসুমীকে একজন আলাদা মানুষ, তাকে একজন অভিনেত্রী হিসাবে না দেখে দেখা হয়েছে শুধুই আমার স্ত্রী হিসাবে! নারীদের প্রতি এই কি একুশে একাডেমীর মনোভাব! নারীদের নিজেদের পরিচয় নেই! মৌসুমী একজন শিক্ষিত মানুষ এবং ওর অনেক গুন রয়েছে যা দিয়ে ও নিজেই পরিচিত হতে পারে। আর সেই গুনের কারনেই সে এই প্রামান্যচিত্রে অংশগ্রহন করেছে। আমার স্ত্রী হিসাবে নয়।

এবার কতগুলো তথ্য সবার জন্য উপস্থিত করছি-

১. প্রামান্যচিত্রাট তৈরী করার পর একুশে একাডেমীর সভাপতিকে একটি সৌজন্য কপি পাঠিয়েছিলাম- যেন কার্যকরী পরিষদের সবাই তা দেখতে পারেন। একুশে একাডেমীর সভাপতি নির্মল পাল ৫ই মার্চ'২০০৬ তারিখে আমাকে আপনাদের সংগঠনের প্যাডে লিখেছেন -'.....আলাপন-এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে একুশে একাডেমী আয়োজিত অনুষ্ঠানের উপর সম্প্রতি একটি প্রামান্যচিত্র তৈরী করা হয়েছে জেনে ভালো লেগেছে। এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।'

   মন্তব্য : চিঠির ভাষায় পরিষ্কার বোঝা যায় যে একুশে একাডেমী প্রামান্যচিত্রের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে।

২. একই চিঠির পরের লাইনে লিখেছেন.. 'প্রামান্যচিত্রটি বাংলাদেশে পাঠানোর পূর্বে একুশে একাডেমীকে পাঠানো বা জানানো বা আলোচনা করা হলে আরো ভালো লাগতো। আপনার এই প্রশংসনীয় উদ্যোগে একুশে একাডেমী হয়তো আরো কিছু সংযোজন করে প্রামান্যচিত্রটিকে আরো তথ্যসমৃদ্ধ করতে পারতো।

মন্তব্য: অর্থাৎ প্রামান্যচিত্রটি দেখার পর সভাপতির মনে হয়েছে যে এখানে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে এবং তাদের সাথে আলোচনা করলে এটা আরো তথ্যসমৃদ্ধ হতে পারতো। চমৎকার আহবান। কিন্তু ঠিক পরের লাইনেই লিখেছেন-

৩. 'দু:খের বিষয় আপনার প্রেরিত ভিডিও কপিটি Error এর কারনে দেখা সম্ভব হয়নি।'

মন্তব্য: উনি ছবিটি না দেখেই এর ভাল মন্দ বিচার করে ফেলেছেন!
কি ভয়াবহ কথা!

আলাপনের পক্ষ থেকে আরেকটি ডিভিডি কপি পাঠানো হয়েছিল এবং প্রামান্যচিত্রটি দেখার পর একুশে একাডেমীর সভাপতি ১৬ই মার্চ'০৬ সংগঠনের পক্ষ থেকে আরেকটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। প্রামান্যচিত্রটি সভাপতির পছন্দ হয়নি এবং কারন হিসাবে কেবল একটি তথ্যই তিনি উল্লেখ করেছেন। আর তা হোল- স্মৃতিসৌধের পেছনদিক প্রামান্যচিত্রে দেখানো হয়নি। কিন্তু তারপরও তিনি লিখেছেন- 'সে যাই হউক, তবুও আলাপন নিজস্ব উদ্যোগে যে কিছু একটা করেছে তা উল্লেখযোগ্য।'

আমার বিস্ময় এখানেই। সভাপতি সংগঠনের মুখপত্র। তাই সভাপতি কেবল একজন ব্যক্তি নয়। অনেকগুলো মানুষের কণ্ঠস্বর। উপরের দুটা চিঠিই সভাপতি স্বাক্ষরিত। অর্থাৎ চিঠির বক্তব্যগুলো একুশে একাডেমীর। দুটা চিঠিতেই আলাপনের এই কাজটিকে স্বাগত জানিয়ে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। 'একুশে একাডেমী' -যে কাজটিকে স্বাগত জানিয়েছে মার্চ মাসে - সেই কাজটি 'শিষ্টাচার বিবর্জিত, পারিবারিক প্রচারের' দোষে দুষ্ট হোল জুন মাসে? একুশে একাডেমীর এই আচরন কোন শিষ্টাচারের আওতায় পড়ে আমার জানা নেই।

এই সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের অনেককেই আমি ভিন্নভাবে জানি। তাদের প্রতি আমার এক ধরনের নীরব সমর্থন এবং আস্থা সব সময়ই ছিল। স্মৃতিস্তম্ভ নিয়ে এত তর্ক-বিতর্কের পরও ভেবেছি- ওখানে কিছু আস্থাবান মানুষ আছেন। কিন্তু এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি আমার সেই আস্থার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে। আমার এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ঠ হচ্ছে যে, সেই মুখগুলো এই প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি লিখেছেন।

আমি সম্প্রতি এই লেখার আদলে একটি চিঠি একাডেমীর কার্যকরী পরিষদের সকল সদস্য/সদস্যাদের পাঠিয়েছি। ভেবেছিলাম শুধু সভাপতিকে পাঠাবো- উনি সবাইকে তা দেখাবেন। সেই বিশ্বাসেই একদা প্রামান্যচিত্রটি পাঠিয়েছিলাম। পরে জানলাম সেটা কেউ-ই দেখার সুযোগ পায়নি। একই ভুল দ্বিতীয়বার করতে চাইনি। এবার সরাসরি সাধারন সম্পাদককে অনুরোধ করেছি -আমার চিঠির একটি উত্তর দেয়ার। আমার বিশ্বাস- একুশে একাডেমীর সবাই ঘুমিয়ে নেই।

পুনশ্চ: একুশে একাডেমীকে অনুরোধ:

১. এই প্রামান্যচিত্রটি ইংরেজী ধারাবর্ণণা সহ খুব শীঘ্র অষ্ট্রেলিয়ান কিছু মিডিয়াতে দেয়ার পরিকল্পনা করেছি। বাংলা ধারাবর্ণণাটি অতি যত্ন করে ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন আবেদ চৌধুরী। অনুগ্রহ করে এই শুদ্ধ মানুষটিকে একুশে একাডেমীর অনুমতি না নিয়ে অনুবাদ করার কারনে দোষী করবেন না। সেই সাথে প্রিয় ক্যানব্রা ডট কম এবং বাংলা-সিডনী ডট কম ওয়েব সাইট দুটাকে কোন অপবাদ দিবেন না।

২. এই প্রামান্যচিত্রটি সিডনীবাসী-বাংলা ডট কমে লিংক দেয়ার কারনে আব্দুল মতিন এর একুশে একাডেমীর কার্যকরী পরিষদের সদস্য পদ বাতিল করবেন না।